গঠনতন্ত্র



বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা

BANGLADESH WOMEN SPORTS FEDARATION

SULTANA KAMAL MOHILA KRIRA COMPLEX

ROAD NO. 11/A, DHANMONDI RESIDENTIAL AREA, DHAKA-1209

Tele : 9119704, Fax : 880-2-9119704

সূচীপত্র ঃ

ধারা-১	ঃ	শিরোনাম	
ধারা-২	ঃ	সংজ্ঞা	পৃষ্ঠা- ২
ধারা-৩	ঃ	পতাকা ও প্রতীক	পৃষ্ঠা-২
ধারা-৪	ঃ	সদর দপ্তর ও আওতা	পৃষ্ঠা-৩
ধারা-৫	ঃ	সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	পৃষ্ঠা-৩
ধারা-৬	ঃ	এফিলিয়েশন	পৃষ্ঠা-৩
ধারা-৭	ঃ	সাধারণ পরিষদ	পৃষ্ঠা-৫
ধারা-৮	ঃ	সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	পৃষ্ঠা-৬
ধারা-৯	ঃ	সাধারণ পরিষদের মেয়াদ	পৃষ্ঠা-৭
ধারা-১০	ঃ	সাধারণ পরিষদের সভা	পৃষ্ঠা-৭
ধারা-১১	ঃ	সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম	পৃষ্ঠা-৮
ধারা-১২	ঃ	সাধারণ পরিষদের তলবী সভা	পৃষ্ঠা-৮
ধারা-১৩	ঃ	তলবী সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি	পৃষ্ঠা-৯
ধারা-১৪	ঃ	নির্বাহী কমিটি	পৃষ্ঠা-৯
ধারা-১৫	ঃ	নির্বাহী কমিটির মেয়াদ	পৃষ্ঠা-১০
ধারা-১৬	ঃ	নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা	পৃষ্ঠা-১০
ধারা-১৭	ঃ	নির্বাহী কমিটির বৈঠক	পৃষ্ঠা-১১
ধারা-১৮	ঃ	নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ শূন্য ও পূরণ	পৃষ্ঠা-১৩
ধারা-১৯	ঃ	নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য	পৃষ্ঠা-১৪
ধারা-২০	ঃ	পদত্যাগ অপসারণ ও সদস্য পদ বাতিল	পৃষ্ঠা-১৫
ধারা-২১	ঃ	তহবিল ও অর্থ বছর	পৃষ্ঠা-১৮
ধারা-২২	ঃ	নির্বাচন	পৃষ্ঠা-১৯
ধারা-২৩	ঃ	গঠনতন্ত্র সংশোধন	পৃষ্ঠা-১৯
ধারা-২৪	ঃ	আপীল	পৃষ্ঠা-২০
ধারা-২৫	ঃ	গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা	পৃষ্ঠা-২০
ধারা-২৬	ঃ	সংযুক্ত সংগঠনের কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-২০
ধারা-২৭	ঃ	সংযুক্ত সংগঠনের গঠন প্রণালী	পৃষ্ঠা-২১
ধারা-২৮	ঃ	৬ ধারায় উল্লেখিত ক্রীড়া সংস্থার গঠন প্রণালী	পৃষ্ঠা-২১
			পৃষ্ঠা-২২

ধারা-১ ঃ শিরোনাম ঃ

এই সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা নামে অভিহিত হইবে। এই গঠনতন্ত্র বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র।

ধারা-২ ঃ সংজ্ঞা ঃ

ক) সংস্থা অর্থ সর্বপর্যায়ে মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।

খ) "কমিটি" অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটি।

গ) "কর্মকর্তা" অর্থ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা।

ঘ) "কাউন্সিলার" অর্থ সাধারণ পরিষদের জন্য মনোনীত সদস্য।

ঙ) "সাধারণ পরিষদ" অর্থ কাউন্সিলার সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ।

চ) "সাধারণ সদস্য" অর্থ সাধারণ পরিষদের সদস্য।

ছ) "সদস্য" অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটির সদস্য।

জ) সভানেত্রী অর্থ সংস্থার সভানেত্রী যিনি সাধারণ পরিষদেরও সভানেত্রী হইবেন।

ঝ) সিনিয়র সহ-সভানেত্রী অর্থ ঢাকায় বসবাসকারী একজন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সংস্থার নির্বাহী কমিটির সিনিয়র সহ-সভানেত্রী ।

ঞ) সহ-সভানেত্রী অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটির সহ-সভানেত্রী।

ট) সাধারণ সম্পাদিকা অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা।

ঠ) যুগ্ম-সম্পাদিকা অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটির যুগ্ম সম্পাদিকা।

ড) কোষাধ্যক্ষ অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ।

ঢ) সাব কমিটি অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত সাব কমিটি বা উপকমিটি।

ধারা-৩ ঃ পতাকা ও প্রতীক ঃ

মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নিজস্ব একটি পতাকা ও প্রতীক থাকিবে। যাহা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

ধারা-৪ ঃ সদর দপ্তর ও আওতা ঃ

এই সংস্থার সদর দপ্তর রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হইবে। সমগ্র বাংলাদেশ এই সংস্থার আওতাভূক্ত থাকিবে।

ধারা-৫ ঃ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ক) ক্রীড়া ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশ গ্রহণ করা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা অধিক সংখ্যক মহিলাদের ক্রীড়াক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের জন্য অনুকুল পরিবেশ গড়ে তুলে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলা ক্রীড়াবিদদের মান উন্নয়ন করা।

খ) অধিক সংখ্যক মহিলা ক্রীড়াবিদ, রেফারী, আম্পায়ার, কোচ ও ক্রীড়া সংগঠক তৈরীর লক্ষ্যে কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

গ) দেশী, বিদেশী, আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ঘ) মহিলা ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য সরকারী ও বেসরকারী সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

ঙ) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ করা, সমন্বয় সাধন করা ও নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃনমূল পর্যায় থেকে প্রতিভা অন্বেষন করে প্রশিক্ষণ দ্বারা তাদেরকে যুগোপযোগী ক্রীড়াবিদ হিসাবে গড়ে তোলা।

চ) মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ের সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়মিত মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ছ) দরিদ্র, খ্যাতনামা, প্রতিভাবান খেলোয়াড় ও সংগঠকদের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা।

জ) মহিলা ক্রীড়া ক্ষেত্রে উন্নয়নের সহায়ক হইবে এমন অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করা।

ঝ) জাতীয় দিবস সমূহে দেশব্যাপী প্রতিটি সংস্থা পর্যায়ে মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

ঞ) মহিলা ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য মহিলাদের ক্যাম্প এ রেখে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

ট) সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও বিভিন্ন আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা, এ উদ্দেশে ক্রীড়া বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও বুলেটিন সংগ্রহ করা।

ঠ) মহিলা ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সুশৃঙ্খল আচরণ গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

ড) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালা বাস্ত বায়ন করা।

ধারা-৬ ঃ এফিলিয়েশন ঃ

৬.১ নিম্নোক্ত সংস্থা সমূহ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাথে এফিলিয়েটেড থাকিবে।

১. বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।

২. জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।

৩. উপ-জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।

৪. মহিলা ক্রীড়া সংস্থা অনুমোদিত ক্লাব সমূহ।

৬.২ উক্ত সংস্থা সমূহ নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত বাৎসরিক এফিলিয়েশন ফি প্রদান করিবে।

৬.৩ কোন সংস্থা উক্ত ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে তাহার এফিলিয়েশন বাতিল হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত জরিমানা ও ফি প্রদান সাপেক্ষে এফিলিয়েশন নবায়ন করা হইবে।

ধারা-৭ ঃ সাধারণ পরিষদ ঃ

৭.১ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ সাপেক্ষে ৬ ধারায় বর্ণিত সংস্থা সমূহের কমিটির অনুমোদিত ১ জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবে।

৭.২ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অনুমোদিত ফেডারেশন সমূহের মধ্য হইতে যে সমস্ত ফেডারেশন ও সার্ভিসেস টিম/বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকান্ডের সহিত সংপৃক্ত ও সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়া মহিলা ক্রীড়া বিস্তারে অবদান রাখিবে, সংস্থার নির্বাহী কমিটির অনুমোদন ক্রমে সে সকল ফেডারেশন/সার্ভিসেস টিম/বিশ্ববিদ্যালয় মনোনীত একজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

৭.৩ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিটি নির্বাহী কমিটির কার্যকালীন সময়ের মধ্যে ৪ বৎসরের দুই বার মহিলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ সাপেক্ষে অনুমোদিত ক্লাব সমূহের মনোনীত প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে পারিবে। তবে সংবিধান প্রণয়নের পর প্রথম নির্বাচনে ৪ বৎসরে একবার মহিলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ সাপেক্ষে অনুমোদিত ক্লাব সমূহের মনোনীত প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন।

৭.৪ বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, জাতীয় পুরষ্কার প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ, আন্তর্জাতিক মর্যাদার ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব উন্নয়নের সহায়তাকারী

মহিলাদের মধ্য হইতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মনোনীত ৫ জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

৭.৫ নির্বাহী কমিটির সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদিকা পরবর্তী সাধারণ পরিষদে সদস্য হইবেন।

ধারা-৮ ঃ সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

ক) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পক্ষে লক্ষ্য রাখা।

খ) প্রতি চার বছর অন্তর গঠনতন্ত্র অনুসারে নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচিত করা।

গ) বার্ষিক সাধারণ সভা পরবর্তী বৎসরের বাজেট, পূর্ববর্তী বৎসরের আয় ব্যয়ের নিরিক্ষীত হিসাব অনুমোদন।

ঘ) সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ক্রীড়া পঞ্জী অনুমোদন।

ঙ) পরবর্তী বৎসরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও পারিতোষিক নির্ধারণ।

চ) গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ছ) গঠনতন্ত্র অনুসারে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

ধারা-৯ ঃ সাধারণ পরিষদের মেয়াদ ঃ

৯.১ সাধারণ পরিষদের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর।

৯.২ এই মেয়াদ উত্তীনের পূর্বেই সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য সাধারণ সম্পাদক সংযুক্ত সংস্থা সমূহে চিঠি ও বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবে। এই ভাবে প্রেরিত প্রতিনিধি সমন্বয়েই সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে। এই পরিষদের সদস্যরা সাধারণ পরিষদের সদস্য/কাউন্সিলার হইবে। গঠিত

পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে সংস্থা সমূহ কাউন্সিলার পরিবর্তন করিতে পারিবেনা। তবে পদত্যাগ, পদ পরিবর্তন ও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনে অসমর্থতা ও মৃত্যু জনিত কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সভানেত্রী/কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা কাউন্সিলার পরিবর্তন করা যাইবে। সরকার/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ/সংস্থার মনোনীত প্রতিনিধি/সদস্য ক্ষেত্রে মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ স্বীয় প্রতিনিধি পরিবর্তন করিতে পারিবে।

ধারা-১০ ঃ সাধারণ পরিষদের সভা ঃ

প্রদি দুই বৎসরে সাধারণ পরিষদের অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভায় নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদকের বাৎসরিক প্রতিবেদন, পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পরবর্তী অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ও বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জী নীতিগত অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। ইহা ব্যতিত প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করা যাইবে। নূন্যতম পনের দিনের নোটিশে বাৎসরিক সাধারণ সভা আহবান করিতে হইবে। নোটিশে সভার তারিখ, স্থান, সময় আলোচ্য সূচীর উল্লেখ থাকিতে হইবে। সাধারণ পরিষদ সকল সভার প্রথমেই আলোচ্য সূচী চূড়ান্ত করিবে।

১০.১ সাধারণ পরিষদের সভায় অন্ততঃ ৩০ দিন পূর্বে নোটিশ জারী করিতে হইবে।

ধারা-১১ ঃ সাধারন পরিষদের সভার কোরাম ঃ

মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম হইবে। সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার ত্রিশ মিনিটের মধ্যে কোরাম পূর্ণ না হইলে এক ঘন্টার জন্য সভা মূলতবী থাকিবে। উক্ত এক ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পরও

কোরাম না হইলে নূন্যপক্ষে তিন দিনের জন্য সভা মূলতবী ঘোষণা করিতে হইবে। দ্বিতীয় বার মূলতবীকৃত সভায় কোরাম না হইলেও পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ধারা-১২ ঃ সাধারণ পরিষদের তলবী সভা ঃ

সাধারণ পরিষদের সদস্যদের এক তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে আলোচ্য সূচী ও কার্যপত্র সহকারে তলবী সভা আহবান করা যাইবে। তলবী সভায় যে কোন বিষয় উত্থাপন করা যাইবে। সভার কারণ উল্লেখ করিয়া এক তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে তলবী সভা আহবানের জন্য সভানেত্রীকে নোটিশ দিতে হইবে। তলবী সভার নোটিশ প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে সভানেত্রীর নির্দেশে সাধারণ তলবী সভা আহবান করিবেন। সভানেত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সভা আহবানে ব্যর্থ হইলে বা সভা না ডাকিলে তলবী সভার দাবীতে স্বাক্ষরদানকারী যে কোন সদস্য ঐ সভা ডাকিতে পারিবেন। তলবী সভায় যদি সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে আলোচ্য সূচী বিষয়ক প্রস্তাব পাশ হইবে। এই রূপ তলবী সভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে ঐ দিন হইতে কমিটি বিলুপ্ত হইবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এই বিলুপ্তির ঘোষণা প্রজ্ঞাপন মারফত প্রদানের পরই নতুন কমিটির গঠনের প্রক্রিয়া চালু হইবে। নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বতন কমিটির সভানেত্রী, সাধারণ সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষ সাময়িক দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন। কিন্তু এই সময়ে তাহারা দৈনন্দিন কাজ কর্ম ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

ধারা-১৩ ঃ তলবী সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ঃ

সাধারণ পরিষদের তলবী সভায় সাধারণভাবে হাত তুলিয়া ভোট প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে উপস্থিত নূন্যপক্ষে একতৃতীয়াংশ সদস্য ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবী জানান তাহা হইলে তাৎক্ষণিক সভানেত্রী ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিবেন।

ধারা-১৪ ঃ নির্বাহী কমিটি ঃ

বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সর্বোচ্চ নির্বাহী কতৃপক্ষ হিসাবে একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা নিম্নোক্ত ভাবে গঠিত হইবে।

ক) সভানেত্রী	১ (এক) জন (মনোনীত)
খ) সিনিয়র সহ-সভানেত্রী	১ (এক) জন (নির্বাচিত)
গ) সহ সভানেত্রী	৫ (পাঁচ) জন (নির্বাচিত)
ঘ) সাধারণ সম্পাদিকা	১ (এক) জন (নির্বাচিত)
ঙ) যুগ্ম সম্পাদিকা (সাধারণ)	২ (দুই) জন (নির্বাচিত)
	১. সাধারণ
	২. ক্রীড়া
চ) কোষাধ্যক্ষ ~~(ক্রীড়া)~~	১ (এক) জন (নির্বাচিত)
ছ) সদস্য	২০ (বিশ) জন (একজন মনোনীত) উণিশ জন নির্বাচিত।

১৪.১ নির্বাহী কমিটির সভানেত্রী সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

১৪.২ একজন সদস্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

১৪.৩ নবনির্বাচিত কমিটির কাছে নির্বাচনের পনের দিনের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে অন্যথায় ষোলতম দিন হইতে নব নির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

ধারা-১৫ ঃ নির্বাহী কমিটির মেয়াদ ঃ

সাধারণ পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে চার বৎসর মেয়াদের জন্য নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে। নির্বাহী কমিটির প্রথম সভার তারিখ হইতে মেয়াদ শুরু হইবে।

ধারা-১৬ ঃ নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

ক) নির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্রে বর্ণিত সংস্থার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সমূহ বাস্তবায়ন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা এবং সকল সম্পত্তির দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষন করিবে।

খ) নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশে মহিলাদের ক্রীড়ার প্রসার, প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

গ) নির্বাহী কমিটি মহিলাদের ক্রীড়া নৈপুন্য ও উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ঘ) নির্বাহী কমিটি সংস্থার সকল কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বেতন নির্ধারণ, বরখাস্ত ও চাকুরী শর্তাবলী প্রণয়ন করিবে।

ঙ) নির্বাহী কমিটি আর্থিক বৎসরের জন্য বাজেট প্রণয়ন করতঃ সাধারন পরিষদে উপস্থাপনা করিবে।

চ) নির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাৎসরিক ক্রীড়া পঞ্জি প্রণয়ন করিবে। বিশেষ কোন কারণে অনুমোদিত ক্রীড়া পঞ্জির যে কোন পরিবর্তনের ক্ষমতা নির্বাহী কমিটির থাকিবে। তবে এইরূপ পরিবর্তনের কারণ সহ সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

ছ) নির্বাহী কমিটি ক্রীড়া পঞ্জি অনুযায়ী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমূহ পরিচালনার ব্যবস্থা করিবে।

জ) নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সংস্থাকে প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করিতে পারিবে।

ঝ) নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় সাব কমিটি ও উপ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

ঞ) নির্বাহী কমিটি যে কোন তফশীলী ব্যাংকে সংস্থার নামে হিসাব খুলিতে পারিবে। সভানেত্রী, কোষাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদিকা এর মধ্যে যে কোন দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে তাহা পরিচালনা করিতে পারিবে।

ট) ক্রীড়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সংস্থা সমূহের মধ্যে বরাদ্দ করিতে পারিবে।

ঠ) প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপ-পরিষদ গঠন করিবে।

ড) সংস্থা সমূহের কার্যপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি ও উপ বিধি প্রণয়ন করিবে।

ঢ) মহিলা ক্রীড়ার উন্নয়ন স্বার্থে অন্য যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

ণ) সংস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা ও ফিস্ সংগ্রহ করিয়া তহবিল গঠন এবং অর্থ সংস্থার অন্যান্য সম্পত্তি অনুদান হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

ত) মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রীড়া ও অন্যান্য শৃঙ্খলার পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য কমিটি যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে স্থায়ী কিংবা সাময়িক বরখাস্ত/বহিস্কারসহ সকল প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

থ) প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও ক্লাব সমূহের এফিলিয়েশন ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

দ) জরুরী প্রয়োজনে উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহ সভানেত্রীর অনুমোদনক্রমে কার্যকর হইবে এবং পরবর্তী নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

ধারা-১৭ ঃ নির্বাহী কমিটি বৈঠক ঃ

ক) নির্বাহী কমিটি বৎসরে অন্ততঃ ৬টি বৈঠকে মিলিত হইবে। সাধারণ সম্পাদিকা সভানেত্রীর সংগে আলোচনা করিয়া নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করিবেন। ৭ (সাত) দিনের নোটিশে এই সভা আহবান করা যাইবে। নোটিশে সভার তারিখ, স্থান, সময় ও আলোচ্য সূচী উল্লেখ থাকিবে। মোট সদস্যদের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে। কোন কর্মকর্তা বা সদসস্যের পদ খালি থাকিলে সভার কোরাম গণনায় ঐ পদগুলো বাদ রাখিতে হইবে।

খ) কোরাম না হইলে সভার কাজ শুরু করা যাইবে না। কোন সভা শুরু করার পর সভা মূলতবী করা যাইবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত সভা করিতে হইবে। এই ধরণের মূলতবী সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

গ) ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী আলোচ্য সূচীর জন্য নির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহবান করা যাইবে। সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে উক্ত সভার কোরাম হইবে।

ঘ) কোরামের অভাবে কোন সভা অনুষ্ঠিত না হইতে পারিলে তিন দিনের নোটিশে পুনরায় সভা আহবান করা যাইবে। এই রূপ

আহবানকৃত সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না। তবে সাধারণ সম্পাদিকা এই ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিকট নোটিশ পৌছানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রমাণ রাখিতে হইবে।

ঙ) নির্বাহী কমিটির সভায় কোন বিষয়ে ভোট হইলে যদি প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হয় সেই ক্ষেত্রে সভানেত্রীর কাষ্টিং ভোট এর মাধ্যমে বিষয়টির নিস্পত্তি করিবেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে তাহা সাধারণ পরিষদের বিশেষ বৈঠকে সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে। সাধারণ পরিষদ উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

ধারা-১৮ ঃ নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ শূণ্য ও পূরণ ঃ

ক) নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের কার্যকালের মধ্যে কোন পদ শূণ্য হইলে সেই শূণ্য পদ নিম্নলিখিত উপধারা সমূহে বর্ণিত পদ্ধতিতে পূরণ হইবে।

খ) কোন কারণে সভানেত্রী পদ শূণ্য হইলে সরকার কর্তৃক নতুন সভানেত্রী নিয়োগ না করা পর্যন্ত সময়ে সিনিয়র সহ-সভানেত্রী অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে পরবর্তী সহ-সভানেত্রী ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

গ) নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সদস্য সাধারণ সম্পাদিকাকে লিখিতভাবে অবহিত না করিয়া যদি পর পর ৩ (তিন)টি সভায়

অনুপস্থিত থাকে তবে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক উক্ত কমিটিতে তাহার সদস্য পদ বাতিল করা যাইবে। সকল ক্ষেত্রে ২ (দুই) সভায় অনুপস্থিত কর্মকর্তা/সদস্যকে সভানেত্রীর অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদিকা তৃতীয় সভায় উপস্থিতির জন্য সতর্ক করিয়া লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন। তৃতীয় সভায় উক্ত সদস্য অনুপস্থিত থাকিলে তদপরবর্তী যে কোন সভায় নির্বাহী কমিটি উক্ত কর্মকর্তা সদস্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

ঘ) নির্বাহী কমিটির যে কোন পদ্র পদত্যাগ, মৃত্যু, অপসারণ কিংবা অন্য কোন কারণে শূণ্য হইলে সেই ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি নিজ সদস্য অথবা কাউন্সিলারদের মধ্য হইতে উক্ত পদ পূরণ করিতে পারিবে।

ধারা-১৯ ঃ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

ক) **সভানেত্রীঃ** তিনি সংস্থার নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সংস্থার সকল কাজ কর্মে দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন। সকল কর্মকর্তা ও নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এবং কাজে কর্মে পরামর্শ ও নির্দেশ দিবেন।

১. সংস্থার কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভংগের অভিযোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিবেন। সংস্থার আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করণ ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধের নিশ্চয়তা বিধান করিবেন।

২. সভানেত্রী কোন একটি কাজে সর্বোচ্চ টা ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করার নির্দেশ দিতে পারিবেন। পরবর্তী নির্বাহী

কমিটির সভায় এই অর্থ ব্যয়ের ঘটনাত্তোর অনুমোদন নিতে হইবে। আবর্তক ব্যয় ব্যতীত এর অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইলে নির্বাহী কমিটির ব্যয় ব্যতীত এর অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইলে নির্বাহী কমিটির পূর্ব অনুমোদন লাগিবে। অনুমোদিত প্রশিক্ষণ শিবির, কোন প্রতিযোগিতার আয়োজনে কিংবা বিদেশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

খ) **সিনিয়র সহ-সভানেত্রী ঃ** সভানেত্রীর অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভানেত্রী সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভানেত্রী তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভানেত্রীকে সভানেত্রীর দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

গ) **সহ সভানেত্রী ঃ** সিনিয়র সহ-সভানেত্রীর অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সহ-সভানেত্রীদের মধ্যে একজন সভাপতিত্ব করিবেন। সহ সভানেত্রী বৃন্দ নির্বাহী কমিটিকে উপযুক্ত পরামর্শ ও নির্দেশনা দিবেন। তাছাড়া সভানেত্রী এবং নির্বাহী কমিটি প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবে।

ঘ) **সাধারণ সম্পাদিকা ঃ**

১. সাধারণ সম্পাদিকা সংস্থার প্রধান নির্বাহী। সংস্থার প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও অন্যান্য সকল দৈনন্দিন কাজ কর্মের তদারকীতার দায়িত্ব থাকিবে। সংস্থার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনে সভানেত্রীর অনুমোদনক্রমে তিনি যে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করিতে

পারিবেন। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

২. তিনি কোষাধ্যক্ষ এর সাথে যুক্তভাবে সংস্থার সকল আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন। সাধারণ সম্পাদিকার আর্থিক ক্ষমতা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৩. সংস্থার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক যে কোন ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করিবেন। নির্বাহী কমিটির পক্ষে কমিটির পূর্ব অনুমোদিত যে কোন চুক্তি, ইজারা দলিল ইত্যাদিতে তিনি স্বাক্ষর দান করিবেন। সংস্থার কাজকর্মের ব্যাপারে নির্বাহী কমিটির নিকট তার জবাবদিহিতা থাকিবে।

ঙ) **যুগ্ম সম্পাদিকা ঃ** যুগ্ম সম্পাদিকা (সাধারণ) সম্পাদিকার দৈনন্দিন কাজে কর্মে এবং যুগ্ম সম্পাদিকা (ক্রীড়া) বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে সাধারণ সম্পাদিকাকে সহায়তা দিবেন এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন। সাধারণ সম্পাদিকার অনুপস্থিতিতে কমিটি যুগ্ম সম্পাদিকাদের মধ্যে একজনকে সাধারণ সমপাদিকার দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

চ) **কোষাধ্যক্ষ ঃ**

১. কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সম্পাদিকার সহযোগিতায় সংস্থার আয় ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং আয় ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্বাহী কমিটিকে পরামর্শ দিবেন। লেনদেনের ব্যাপারে কোন অনিয়ম যেন না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। নির্বাহী কমিটি ও

সাধারণ পরিষদের সভায় সংস্থার বাজেট, অডিট রিপোর্ট ও আর্থিক বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন।

২. আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সকল দলিল ও কাগজপত্রে কোষাধ্যক্ষার স্বাক্ষর থাকিবে। তিনি সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকার সহিত পরামর্শ করিয়া বাৎসরিক বাজেট ও আয় ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করিবেন। সংস্থার লেনদেন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে নির্বাহী কমিটির কাছে তার জবাবদিহিতা থাকিবে।

৩. সাধারণ সম্পাদিকার সাথে যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংকের হিসাব ও চেক বই পরিচালনা করিবেন।

ছ) **সদস্য ঃ**

সদস্যগণ নির্বাহী কমিটির সকল কার্যে সহযোগিতা প্রদান এবং যুগোপযোগী পরামর্শ দিবেন। ইহা ছাড়া নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিবেন।

ধারা-২০ ঃ পদত্যাগ, অপসারণ ও সদস্য পদ বাতিল ঃ

ক) নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য অথবা সংস্থার কোন কর্মকর্তা সভানেত্রীকে সম্বাধন করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। সভানেত্রী পদত্যাগ করিতে চাইলে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়েল সচিবকে সম্বোধন করিয়া পদত্যাগ পত্র পেশ করিবেন এবং সংস্থাকে অবহিত করিবেন।

খ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার গঠণতন্ত্র বিরোধী বা সংস্থার স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের কারণে কেউ নির্বাহী কমিটি/সাধারণ পরিষদ কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইবে।

গ) কেউ স্বেচ্ছায় বা অন্য কোন কারণে পদত্যাগ করিলে বা পর পর তিন সভায় কারণ ব্যতীত অনুপস্থিত সকল সদস্য পদ বাতিল হইবে।

ধারা-২১ ঃ তহবিল ও অর্থ বছর ঃ

বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সকল তহবিল বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তফশীল বাণিজ্যিক ব্যাংকে থাকিবে। অর্থ বছর ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় হইবে।

ধারা-২২ ঃ নির্বাচন ঃ

২২.১ কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের জন্য অনধিক চার সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে। সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি এই কমিশন গঠন করিতে পারিবে অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে এই কমিশন গঠন করা যাইবে।

২২.২ নির্বাচন কমিশন বিধিমালা প্রণয়ন, সিডিউল প্রদান, কাউন্সিলার চূড়ান্তকরণ সহ যাবতীয় কার্যাদি পালন পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

২২.৩ এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র অনুচ্ছেদে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে যাহাই বর্ণনা করা থাকুক, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে বার্ষিক সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভা ছাড়াও ভোটারদের নির্দিষ্ট স্থানে আহবানপূর্বক নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

ধারা-২৩ ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপ-ধারা বা কোন বিধি সংশোধন করিতে হইলে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সভা ডাকিতে হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনী একুশ দিন আগে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভার নোটিশের সংগে সদস্যদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। মোট সদস্যের ৫০% (অর্ধেকের) বেশী সদস্যের উপস্থিতি এবং উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সংশোধনী পাশ করা যাইবে।

ধারা-২৪ ঃ আপীল ঃ

অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা/বিধি/উপ-বিধি অনুসারে দন্ডিত/শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি বা দল তাদের উপর আরোপিত সিদ্ধান্তের বিষয়ে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদে আপীল দায়ের করিতে পারিবে। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। এ বিষয়ে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের আশ্রয় নেয়া যাইবে না।

ধারা-২৫ ঃ গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ঃ

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা উপ-ধারা বা বিধির ব্যাখ্যা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভা পর্যন্ত নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সাধারণ পরিষদ পরবর্তী বৈঠকে এই ব্যাখ্যা পরিবর্তন করিলে পরিবর্তীত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত হইবে। তবে এই ধরণের পরিবর্তনের কারণে নির্বাহী কমিটি ব্যাখ্যা অনুসারে ইতোমধ্যে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা সম্পাদিত কোন কাজ অবৈধ বা বিধি বহির্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না যদিও নতুন ব্যাখ্যার আলোকে যে কোন অসংগতি ভবিষ্যতের জন্য

সংশোধন করিতে হইবে। বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার আওতাধীন সংস্থা সমূহের কার্যক্রম এই গঠন তন্ত্রের বর্ণিত ধারা, উপ-ধারা, বিধি, উপ-বিধি অনুসারে পরিচালিত হইবে।

ধারা-২৬ ঃ সযুক্ত সংগঠনের কার্যক্রম ঃ

৬ ধারায় উল্লেখিত সংস্থা সমূহ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা সহিত সরাসরি অন্তর্ভূক্ত। একই ভাবে প্রতিটি জেলা বিভাগ এর অন্তর্ভূক্ত। ঐ সমস্ত সংস্থার কার্যক্রম অত্র সংগঠনের বর্ণিত ধারা অনুসারে বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধায়নে পরিচালিত হইবে।

ধারা-২৭ ঃ সংযুক্ত সংগঠনের গঠন প্রণালী ঃ

৬ ধারা উল্লেখিত সংস্থা সমূহের গঠন প্রণালীঃ

৬ ধারায় উল্লেখিত প্রতিটি মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে।

ধারা - ২৮ ঃ ৬ ধারায় উল্লেখিত বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ও উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার গঠন প্রণালী ঃ (স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্রের আলোকে তৈরী)।

ধারা- ২৮ ঃ ১ ঃ বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র

অনুচ্ছেদ - ১

সংজ্ঞা ও পরিধি ঃ বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা বলিতে প্রশাসনিক বিভাগের বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ - ২

পতাকা ও নমুনা ঃ প্রতিটি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নিজস্ব পতাকা থাকিবে। বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই পতাকা তৈরী করা হইবে।

অনুচ্ছেদ - ৩

প্রধান কার্যালয় ঃ বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রধান কার্যালয় বিভাগীয় সদরে অবস্থিত বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে বা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে হইবে।

অনুচ্ছেদ - ৪

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ঃ

১) বিভাগ ব্যাপী মহিলাদের খেলাধূলার উন্নয়ন, প্রসার ও সমন্বয় সাধন করা।